ওয়াজেদ আলী খুলনা জাপার কোষাধ্যক্ষ

[গত ৭ নভেম্বর পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের হরিণখোলা গ্রামে একটি চিংড়ি ঘের স্থাপনকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী এক ঘের মালিকের গুণ্ডাবাহিনীর সশস্ত্র হামলায় একজন নিহত এবং অন্ততঃপক্ষে চল্লিশ জন আহত হয়েছে। গুরুতরভাবে আহত ছয় জন খুলনার বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে পুলিসের হেফাজতে চিকিৎসা গ্রহণ করছে। এ সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন গত ২৩ নভেম্বর সংখ্যা একতায় প্রকাশিত হয়েছে। এবার থাকছে অমল সাহা ও মাহমুদ বিবাগীর একটি সরেজমিন প্রতিবেদন]

ঘটনার সূত্রপাত

দেলুটি ইউনিয়নটি ২২ নং পোল্ডারের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে ডিংগী বুড়ো নদী (খাস খাল)। গত বছর ৪টি ভূমিহীন সমিতিকে এ খাল লিজ দেওয়া হয়। এলাকার গুটিকতক স্বার্থান্বেষী লোক ভূমিহীন সমিতিকে লিজ দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে এ মহলটি তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং এলাকার মেহনতী শ্রেণীর ঐক্য ভাঙ্গা ও তাদের জব্দ করার জন্য ঘের মালিকের স্মরণাপন্ন হয়। অবশেষে এলাকার গুটিকতক স্বার্থান্বেষী লোক ঐ এলাকায় ঘের করার জন্য ঐ ঘের মালিককে একটি দলিল করে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে এলাকার ২০ ভাগ জমির মালিকও ঘেরের পক্ষে নেই বলে সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে। আরো জানা গেছে, যারা দলিলে দলিলে স্বাক্ষর করেছে তাদের সকলের জমি একত্রিত করা হলে ৬০০ বিঘার বেশি হবে না অথচ এ পোল্ডারে জমির পরিমাণ ১৮০০ বিঘা।

এখানে উল্লেখ্য যে সরকারী নীতিমালায় রয়েছে যে এলাকায় ঘের করা হবে সেখানকার শতকরা ৮৫ জন জমির মালিকের সম্মতি আবশ্যক এবং ঘের করার পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে এসবের কোনোটাই মানা হয়নি।

সেদিন কি ঘটেছিলো

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে ঘের মালিক ওয়াজেদ আলীর গুণ্ডাবাহিনী সশস্ত্র অবস্থায় পাঁচটি ট্রলার নিয়ে হরিণখোলার গ্রামের নদী সংলগ্ন রাস্তার পাশে আসে এবং সেখানে কালী মন্ডপের কাছে দুটি চালা ঘর স্থাপন করে। রাত আনুমানিক সাড়ে চারটায় কয়েকজন মৎস্যজীবী ওখানে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এখবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে হরিণখোলা ইউনিয়নের বিগরদানা, নোয়াই প্রভৃতি এলাকা থেকে হাজার হাজার নর-নারী মিছিলসহকারে উক্ত স্থানে সমবেত হতে থাকে। সময় তখন সকাল ৯টা। এক পর্যায়ে সশস্ত্র লোকেরা বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা ছুড়তে শুরু করে। গুলিতে করুণা সর্দার নামে এক বিধবা মহিলা ঘটনাস্থলেই মারা যায়। গুরুতর আহত হয় রূপবান নামে এক মহিলাসহ আরো অনেকেই। গ্রামবাসী ওয়াজেদ বাহিনীর হামলা মোকাবেলায় তাদের সংগঠিত জমায়েতকে সম্বল করেই যখন ওদের মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন তারা করুণা সর্দার ও রূপবানকে ট্রলারে তুলে নিয়ে উধাও হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সশস্ত্র ঘটনার মূল নায়ক ওয়াজেদ আলীর প্রহরী অনিলের নেতৃত্বেই এ ঘটনা ঘটে। তারা আরো জানায়, ঘটনা চলাকালীন সময়ে পুলিস নদীর অপর পাড়ের এক গ্রামে অবস্থান করছিলো। এই মর্মান্তিক ও পৈশাচিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে বেলা আড়াইটা তিনটার দিকে পুলিস ঘটনাস্থলে আসে।

পরদিন ৯ নভেম্বর সকালে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থলের অনতিদূরে রূপবানকে নদীর চরে ফেলে যায়। জানা গেছে, একটি সাদা কাগজে ওরা রূপবানের সই রেখেছে।

এখানে উল্লেখ্য, সশস্ত্র আক্রমণের পূর্বে হামলাকারীরা সতর্কমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঘটনাস্থলে রাস্তার দুদিকে দুটি বাংকারও তৈরি করেছিলো। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন গ্রামবাসী জানান, ওয়াজেদ আলী তার বাহিনীকে আক্রমণে পাঠিয়ে দিয়ে নদীর ওপারে বারোঘরিয়া গ্রামের জনৈক দেবেন বাবুর বাড়িতে অবস্থান করছিল। ঘটনার পর সন্ধ্যায় ট্রলার যোগে পাইকগাছা চলে যায়।

পুলিস প্রশাসন কার স্বার্থে?

এলাকাবাসীর মনে এখন প্রশ্ন, পুলিস প্রশাসন কার স্বার্থে?

ঘটনাস্থলে পুলিস ক্যাম্প করেছে। ওরা সন্ধ্যার পর কাউকে বাড়ির বের হতে দেয় না। এলাকার লোকদের সাথে পুলিসী দুর্ব্যহারেরও অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘের মালিকের বাহিনীর সংঘর্ষের সময় পুলিসের ভূমিকা পক্ষপাতমূলক বলেই সকলের ধারণা। ঘটনার পর এলাকাবাসী ঐ জায়গা থেকে পুলিস ক্যাম্প তুলে নেওয়ার জন্য জোর দাবি জানিয়েছে।

অপর আর এক খবরে জানা যায়, পুলিস নাকি ওয়াজেদ আলীর বাহিনীর দুটি ট্রলার আটক করেছে।

কিন্তু জনসাধারণের মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, তাদের ধারণা পুলিস ওয়াজেদ আলীর কাছ থেকে ট্রলার দুটি ব্যবহারের জন্য চেয়ে নিয়েছে। কেননা ট্রলার দুটো নিয়ে পুলিসকে নদীতে ঘুরতে দেখা গেছে।

কে এই ওয়াজেদ আলী

খুলনা শহরের নিরালাতে সুরম্য অট্টালিকায় বসবাসকারী ওয়াজেদ আলী ২৯টি চিংড়ি ঘেরের মালিক। লেখাপড়া খুব একটা না থাকলেও অর্থবিত্তের কমতি নেই তার। তিনি খুলনার জাতীয় পার্টির কোষাধ্যক্ষ এই সুবাদে প্রশাসনের উচুঁ তলায় তার যথেষ্ট প্রভাব। শোনা যায়, পুলিস প্রশাসনকেও তিনি ইচ্ছামত ব্যবহার করতেপারেন।

ওয়াজেদ আলী তার ৩০তম ঘের করতে গিয়েছিলেন দেলুটি ইউনিয়নের হরিণখোলা গ্রামে। কিন্তু-হত্যা সন্ত্রাস চালিয়েও এলাকার জনগণের প্রবল প্রতিরোধের কারণে তিনি পিছু হটতে বাধ্যহয়েছেন।

অভিযোগ আছে যে ওয়াজেদ আলী এর আগে পাইকগাছাতে অনেক অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে অন্যের জমিতে লবণ পানি তুলে ঘের করেছেন। জমির মালিককে 'হারির' টাকা দেননি। ফলে পাইকগাছাতে তীব্র আন্দোলনের মুখে তিনি মুখ থুবড়ে পড়েও আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন।
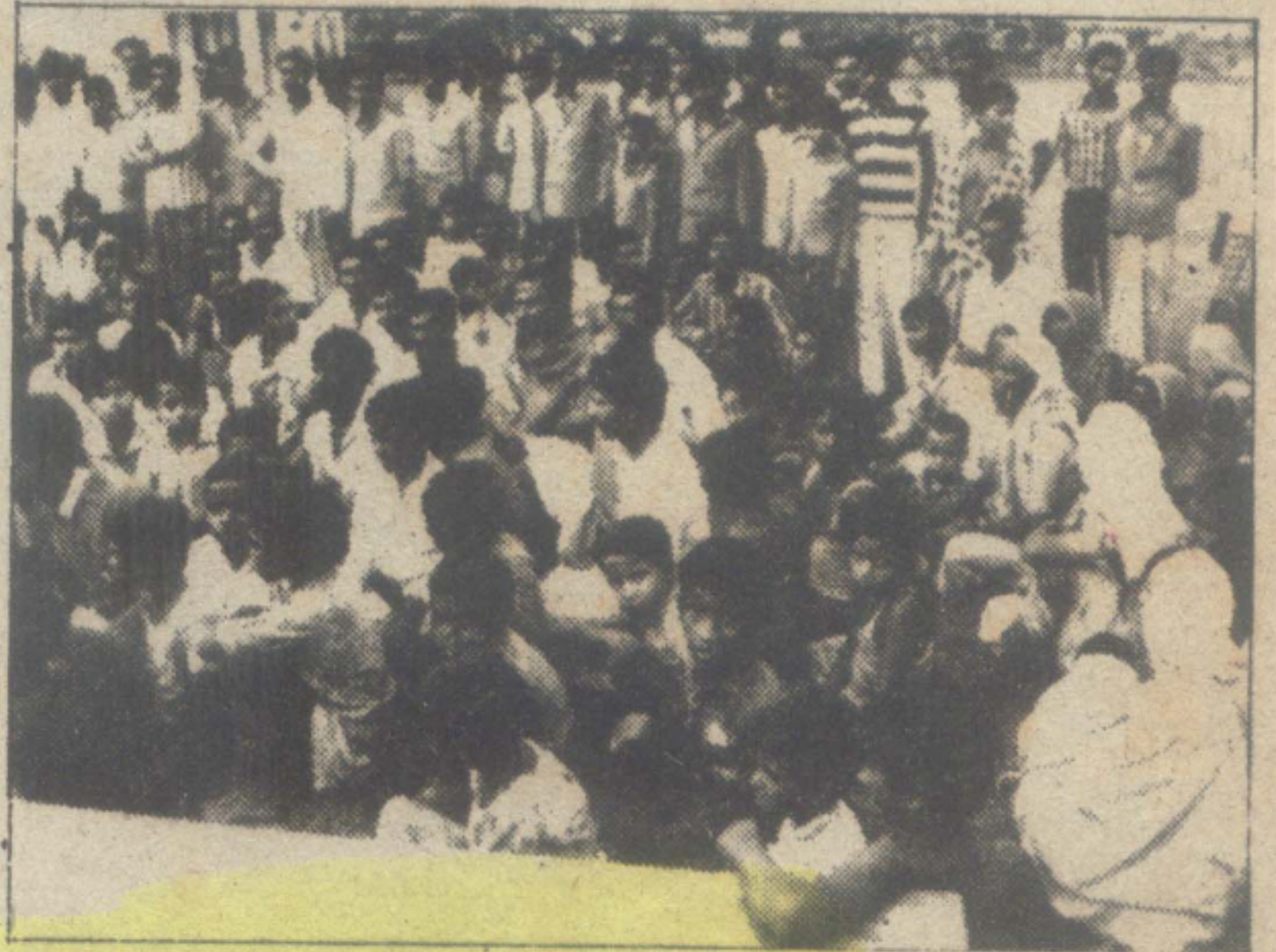
গ্রামবাসীদের একই প্রশ্নঃ ওয়াজেদ আলীর কি বিচার হবে না?

মামলা নিয়ে প্রভাবশালী মহল

ঘটনার পর থেকে প্রভাবশালী মহল শক্তিশালী মামলা যাতে দায়ের না হয় সে ব্যাপারে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আক্রমণের শিকার ভূমিহীন গ্রামবাসীদের পক্ষে আইনগত পদক্ষেপ একটিই নেওয়া হয়েছেঃ হতভাগিনী করুণা সর্দারের কিশোর পুত্র অজিত কৃষ্ণ ঘটনার পরের দিন পাইকগাছা থানায় মামলা দায়ের করেছে। কেউ একজন সাদা কাগজে [illegible] লেখে, যার ফলে এফআইআর-এ মূল আসামী হওয়ার যোগ্য ওয়াজেদ আলীর নাম নাই। গ্রামবাসীরা সেটা প্রত্যাহার করে নতুন মামলা দিতে চাইলে পুলিস নেয় না। তবে একটি সংশোধনীগ্রহণকরেছে।

প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সমাবেশ

ঘের মালিকের হামলার পর থেকেই হরিণখোলা ও বিগরদানায় প্রতিবাদ, বিক্ষোভ মিছিলে অব্যাহত রয়েছে।

গত ১৩ নভেম্বর বিগরদানা স্কুল মাঠে দশ/বারো হাজার মানুষ এক প্রতিবাদসভায় মিলিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন 'নিজেরা করি'-এর সমন্বয়কারী খুশী কবীর, মহিউদ্দিন আহমেদ, সিপিবি নেতা রশিদুজ্জামান, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট সম ইউসুফ, দেলুটি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সোমেন্দ্র নাথ হালদার। সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ বারেক গাজী। সভাশেষে এক বিরাট মিছিল পুলিসের বাধা উপেক্ষা করে হরিণখোলা গ্রামে গিয়ে নিহত করুণা সর্দারের উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করে।

হরিণখোলায় যাতে চিংড়ি ঘের না হয় এবং ৭ নভেম্বর হামলার বিচারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পাইকগাছায় রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ে রশিদুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পাইকগাছা উপজেলা অন্যায় প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে।

এদিকে গত ১৯ নভেম্বর পাইকগাছাতেও প্রায় ১৫ হাজার লোকের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। সমাবেশে ঘেরমালিক ওয়াজেদ আলীসহ সশস্ত্র হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি করা হয়। এবং পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে খুলনাতে সমাবেশ ও বিক্ষোভসহ প্রতিবাদ সভার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সভা, দাবি,

এদিকে ৮ নভেম্বর খুলনা প্রেসক্লাবে দেলুটি ইউ/প চেয়ারম্যান সাংবাদিক সম্মেলনে মর্মান্তিক এ ঘটনার জন্য ঘের মালিক ওয়াজেদ আলীকে অভিযুক্ত করে বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত এলাকাবাসীও ওয়াজেদ আলীকে এই হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করেন।

জনমনে তীব্র ক্ষোভ
ব-দ্বীপ উন্নয় প্রকল্প বন্ধ হবার পথে
প্রশাসননীরব

সরকারী সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে পাইকগাছা ২২নং পোল্ডারে ফসলী জমিতে চিংড়ি ঘের করা হলে খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত নেদারল্যান্ড সরকারের সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ যে কোনো সময়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

পাইকগাছা ও ডুমুরিয়া উপজেলাসহ দক্ষিণাঞ্চলের ৫টি পোল্ডার এলাকায় এসব উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। ১৯৮৪ থেকে ডেল্টা (ব-দ্বীপ উন্নয়ন প্রকল্প) উক্ত ৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৮ কোটি টাকা খরচ করেছে। ১৯৯০-৯৫ সালে নেদারল্যান্ড সরকার এসব প্রকল্পের জন্য আরো ৫০ কোটি টাকা সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে।

এ সমস্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে [illegible] সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। ডেল্টার এসব কাজে সাহায্য করে আসছে স্থানীয় সাহায্য সংস্থা 'নিজেরা করি'।

এখানে উল্লেখ্য, দেলুটি ইউনিয়নের বেশির ভাগ এলাকা হলো ২২ নম্বর পোল্ডারের অন্তর্ভুক্ত। প্রায় ১৭ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ দিয়ে এখানে রক্ষা করা হচ্ছে লোনা পানির ছোবল থেকে জনপদের মানুষ ও ফসল। চিংড়ি চাষের ফলে অধিকাংশ এলাকায় যখন কৃষি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত তখন এখানে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য লক্ষ্যনীয়।

এখানে ১৪টি পুরুষ ও ১৪টি মহিলা সমিতি যৌথভাবে ভেড়ি বাঁধের ভিতর ও বাহিরে ১৭৬ একর জমিতে তিনবছর যাবত চাষাবাদ করে আসছে। এ এলাকা অর্থাৎ হরিণখোলা ও বিগরদানার বেশির ভাগ কৃষক চিংড়ি চাষের ঘোর বিরোধী।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের খুলনার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী একেএম আবু নাসেরের ভাষ্যঃ হরিণখোলায় চিংড়ি চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট ঘের মালিক (ওয়াজেদ আলী) কোনো আবেদন জানায়নি। তিনি জানান, ২২নং পোল্ডার সম্পূর্ণ ভাবেই চিংড়ি চাষের জন্যনিষিদ্ধ।

সরকারী নিয়ম মোতাবেক কোথাও যদি চিংড়ি ঘের করতে হয়, তাহলে সেখানকার শতকরা ৮৫ ভাগ জমির মালিকের সম্মতি নিতে হবে এবং উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণ কমিটির অনুমোদন অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু হরিণখোলার ক্ষেত্রে এসবের কোনটাই মানা হয়নি।

বর্তমান অবস্থা

প্রশাসনকে ব্যবহার করার চেষ্টায় বর্তমানে লিপ্ত রয়েছে পূর্ব খুলনার ত্রাস বলে কথিত ওয়াজেদ আলী, বিশেষ করে পুলিস প্রশাসনকে। এই অভিযোগ এলাকাবাসীর। ঐ এলাকার অনেকের সাথে আলাপ করে জানা